সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

28/07/2016

নেকীর প্রতি প্রবল আগ্রহী

(Bangla)

নেকীর প্রতি প্রবল আগ্রহী

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার উপর জুমার রাতে ও জুমার দিনে একশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার একশটি হাজন পূরণ করবেন। ৭০টি আখিরাতের আর ৩০টি দুনিয়ার।" (জামেউল আহাদীস লিস সুয়ূতী, ৩/৭৫, হাদীস- ৭৩৭৭)

জাতে ওয়ালা পে বারবার দুরূদ, বারবার আওর বে শুমার দুরূদ।
রুয়ে আনওয়ার পে নূরবার সালাম, জুলফে আতহার পে মুশকবার সালাম।

(যওকে নাত, ৮৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসবো। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিবো।

www.dawateislami.net

❉ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করবো, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❉ تُوبُوْا اِلَى الله, اُذْكُرُ الله, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিবো। ❉ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❉ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াবো। ❉ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করবো এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াবো। ❉ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করবো। ❉ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করবো। ❉ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবো। ❉ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❉ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করবো। ❉ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকবো। ❉ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নেকী অর্জনের প্রতি প্রবল আগ্রহ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "উয়ূনুল হিকায়াত" ২য় খন্ডের ৭৯ পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা বর্ণিত আছে:

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন যিয়াদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর আত্তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে এটা বলতে শুনেছি; যখন হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইন্তেকাল হলো, তখন আমি ও আমার কয়েকজন সঙ্গী সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমরা দেখলাম, ইন্তেকালের কিছু সময় পূর্বে দূর্বলতার কারণে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বসে নামায আদায় করছিলেন, তাঁর উভয় পা ফুলে গিয়েছিলো। যখন রুকু, সিজদা করতেন তখন একটি পা বাঁকা করে নিতেন, যার কারণে অনেক কষ্ট হতো। সঙ্গীরা এই অবস্থা দেখে বললো: হে আবু কাসেম! এটা কি? আপনার পা ফুলা কেন? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: **আল্লাহু আকবর!** এটা তো নেয়ামত। হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ হারিরি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: হে আবু কাসেম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ! যদি আপনি শুয়ে যান, তবে তো কোন অসুবিধা নেই? বললেন: এখনো সময় রয়েছে যেটাতে কিছু নেকী করে নেওয়া যাবে, এরপর আর সুযোগ কোথায় অর্জিত হবে। অতঃপর **আল্লাহু আকবর!** বললেন, তারপর তাঁর প্রাণ এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী থেকে পরপারে চলে গেলো। এটাও বর্ণিত রয়েছে: যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে বলা হলো: হুযুর! নিজের প্রাণের উপর কিছুটা নম্রতা প্রদান করুন। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: এখনি আমার আমল নামা বন্ধ করে দেওয়া হবে, এই মূহুর্তে নেক আমলের আমার থেকে বেশি মুখাপেক্ষী কে রয়েছে। (উয়ূনুল হিকায়াত, ২য় খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা)

মেরী জিন্দেগী বছ তেরী বন্দেগী মে,
হে এ্যয় কাশ! গুযরে ছদা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত ঘটনা থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى নেকী অর্জনের প্রতি কি পরিমাণ উৎসাহী। মৃত্যুর নিকটবর্তী সময় দূর্বলতার কারণে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা সম্ভব নয়। অধিক ইবাদতের কারণে পা ফুলে গিয়েছিলো, কষ্টের তীব্রতা, এইসব অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আকাংখা এটাই ছিলো যে, যদি আরো কিছু নেকী করে নেওয়া যায়। স্মরণ রাখবেন! হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রথমে আয়নার ব্যবসা করতেন। ঐ সময়ও তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অভ্যাস ছিলো; যখন নিজের দোকানে যেতেন, তখন পর্দা দিয়ে চারশত রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি এই আমল অব্যাহত রেখেছিলোন। তার পর তিনি দোকান ছেড়ে দিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ছাররী সাখাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হন এবং তাঁর ঘরের একটি কক্ষে একাকী হয়ে নিজের অন্তরের পর্যবেক্ষণ করা শুরু করেন। এভাবে তিনি চল্লিশ বছরের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। ত্রিশ বছর পর্যন্ত তাঁর অভ্যাস ছিলো; ইশার নামাযের পর দাঁড়িয়ে সকাল পর্যন্ত **আল্লাহ্, আল্লাহ্** বলতেন এবং সেই অযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করতেন। তিনি নিজেই বলতেন: বিশ বছর পর্যন্ত আমার তাকবীরে উলা অর্থাৎ প্রথম তাকবীর ছুটেনি।

(শরহে শাজরায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া, ৭৩ পৃষ্ঠা)

আমাদের বুযুর্গগণ আর আমরা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গদের জীবনের ধরণটা কেমন চমৎকার ছিলো। সারা দিন হালাল রিযিকের জন্য ব্যবসা করতেন এবং রাতে যিকির ও ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করতেন। আর আমরা আমাদের জীবন জানি না কেমন কেমন অনর্থক কাজের মধ্যে নষ্ট করছি। আমাদের বুযুর্গগণ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নেকী অর্জনের ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। অথচ আমাদের মধ্যে এমনও রয়েছে যারা তাদের জীবন অলসতার মধ্যে অতিবাহিত করে বৃদ্ধ অবস্থায়ও নেকীর প্রতি ধাবিত হয় না। আমাদের বুযুর্গরা নামাযের প্রতি এতই যত্নশীল ছিলেন যে, বছরের পর বছর তাঁদের তাকবীরে উলা (অর্থাৎ প্রথম তাকবীর) ছুটতো না। অথচ আমরা মাসের পর মাস মসজিদের মুখও দেখিনা।

www.dawateislami.net

কতিপয় লোকেরা ঈদের নামাযের জন্য বছরে একবারই খুব গুরুত্বের সাথে মুখ করে কিন্তু আবার অনেকে এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত দেখা যায়। আমাদের বুযুর্গরা **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের প্রতি মুহাব্বতকারী ছিলেন। অথচ আমরা ফ্যাশনের পাগল দুনিয়ার রঙ্গে বিভোর। আমাদের বুযুর্গরা না শুধু নিজে নেকী করতেন বরং অন্যদের কাছেও নেকীর দাওয়াত পৌঁছাতেন। অথচ আমরা না শুধু নিজে গুনাহের মধ্যে ব্যস্ত থাকি বরং অন্যদেরও গুনাহ করার সুযোগ করে দিই। আমাদের বুযুর্গরা ইসলামের উন্নতির জন্য নিজের জান-মাল পরিবারের কোরবানী দিয়ে **আল্লাহ্ তাআলার** রাস্তায় সফর করতেন। অথচ আমরা হারাম ও নাজায়িয কাজ গ্রহণ করে নিজের আখিরাত ধ্বংস করছি। আফসোস! শত আফসোস! ঐ ইসলাম যেটা আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى অসংখ্য কোরবানীর পর নসীব হয়েছে। আজ আমাদের এর উন্নতি ও প্রসারের ব্যাপারে একেবারে চিন্তা নেই। স্মরণ রাখবেন! অতিসত্ত্বর আমাদেরও মরতে হবে, অন্ধকার কবরে নামতে হবে নিজের কাজের ফল ভোগ করতে হবে। এজন্য আজ পাওয়া ঐ সব কিছু নিঃশ্বাসকে গণিমত মনে করে অলসতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে যান। নেকী করতে আর গুনাহ থেকে বাঁচতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান। ইলমে দ্বীন শিখার জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করুন। মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারার মধ্যে অংশগ্রহণ করা নিজের আমল বানিয়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে অসংখ্য নেকী করার অনেক সুযোগ হাতে আসবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

লোভের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন জিনিস দ্বারা স্বাদ না মিটা (মন না ভরা) এবং সব সময় তা বেশি লাভের ইচ্ছা পোষণ করাকে লোভ বলা হয়। আর যার ভিতর লোভ থাকে তাকে লোভী বলা হয়। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

যেমনিভাবে অধিক সম্পদের ইচ্ছা পোষণ করা। এই উৎসাহ ও আকাংখাই হলো লোভ। যখন ঐ ব্যক্তি এই উৎসাহের স্বীকার হয়, তখন তাকে লোভী বলা হয়। স্বাভাবিক ভাবে এটা মনে করা হয় যে, লোভের সম্পর্কটা শুধুমাত্র ধন সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত অথচ এমনটি নয়। কেননা, লোভ যে কোন কিছুর অধিক ইচ্ছা পোষণ করার নাম। এখন সেটা যে কোন কিছুই হতে পারে। যদি কারো অন্তরে ধন-সম্পদের অধিক আগ্রহ থাকে, তবে তাকে "সম্পদের লোভী" বলা হবে এবং যদি কারো ক্ষুধার চেয়ে অধিক খাওয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে তাকে "খাবারের লোভী" বলা হবে। নেকী বাড়ানোর আকাংখা পোষণকারী ব্যক্তিকে "নেকীর লোভী" বলা হবে। অতঃপর গুনাহের বোঝা বর্ধিতকারীকে "গুনাহের প্রতি লোভী" বলা হবে। যেমনিভাবে- হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: লালসা এবং লোভের উৎসাহটা খাবার, পোশাক, ঘর, সরঞ্জাম, সম্পদ, সম্মান, যশ-খ্যাতি মোটকথা প্রত্যেক নিয়ামতের মধ্যে হয়ে থাকে। (জান্নাতী যেওর, ১১১ পৃষ্ঠা) লোভ সম্পর্কে আরো জানতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "হিরস (লোভ)" এর অধ্যয়ন অনেক উপকারী। আজই এই কিতাবটি হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে এটা পড়ে নিন। এমনকি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট থেকেও এই কিতাবটি পড়া ও ডাউনলোড এবং প্রিন্ট আউটও করার সুযোগ রয়েছে।

"লোভ" একটি জন্মগত বিষয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লোভ এমন একটি গুণ, যেটা মানবীয় স্বভাবের মধ্যে সম্পৃক্ত। দুধ পানকারী বাচ্চা বা পেশীযুক্ত যুবক অথবা একশ বছরের বৃদ্ধ লোক, পুরুষ বা মহিলা, রাজা হোক বা প্রজা, ধনী হোক বা গরীব, আলীম বা মূর্খ্য মোটকথা প্রত্যেককে লোভের মধ্যে পতিত হয়ে থাকে। তবে এটা ভিন্ন কথা যে, কারো আখিরাতের সাওয়াবের জন্য নেকীর প্রতি লোভ (প্রবল আগ্রহ) থাকা। তবে কারো ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি, সম্মান-মর্যাদার লোভ থাকে। তাফসীরে খাযিনের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: লোভ অন্তরের আবশ্যক অংশ। কেননা, এই অন্তরকে এভাবেই বানানো হয়েছে। (তাফসীরুল খাযিন, ১ম খন্ড, ৪৩৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

স্মরণ রাখবেন! লোভের সম্পর্ক যেসব কাজের সাথে হয়ে থাকে ঐগুলোর মধ্যে কিছু কাজ সাওয়াবের কারণ হয়ে যায়। আর কিছু আযাবের আর কিছু মুবাহ অর্থাৎ জায়েয হয়। অর্থাৎ এ ধরণের কাজ সমূহ করার পর না সাওয়াব পাওয়া যায়, আর না ছেড়ে দেওয়াতে কোন শাস্তি রয়েছে। কিন্তু এই মুবাহ অর্থাৎ জায়েয কাজ যদি ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে করা হয়। তখন মানুষ সাওয়াবের অধিকারী হয়। আর যদি মন্দ ইচ্ছায় করে তখন জাহান্নামের আগুনের অধিকারী হয়।

লোভের প্রকারভেদ

মৌলিক ভাবে লোভ তিন প্রকার:

(১) হিরছে মাহমুদ অর্থাৎ ভালো লোভ। যেমন- **আল্লাহ্ তাআলার** রাস্তায় সফর করার জন্য অধিক সম্পদের আশা করা।

(২) হিরছে মজমুম অর্থাৎ খারাপ লোভ। যেমন- কোন খারাপ কাজ, যেমন- মদ পান করার জন্য অধিক সম্পদের আশা করা।

(৩) হিরছে মুবাহ অর্থাৎ জায়েয লোভ। যেমন- কোন নিয়্যত ছাড়া অধিক সম্পদের আশা করা। কিন্তু যদি এই লোভের মধ্যে কোন ভাল নিয়্যত থাকে তবে সেটা হিরছে মাহমুদ হয়ে যাবে এবং যদি মন্দ নিয়্যত হয় তখন সেটা খারাপ লোভ হয়ে যাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের লোভ শুধুমাত্র ঐ সমস্ত কাজে করা উচিত, যেগুলোর দ্বারা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের উপকার সাধন হয়। আর এই সৌন্দর্যতা শুধুমাত্র নেকীর লোভের ভিতর পাওয়া যায়। কেননা, এই লোভ মানুষের ক্ষমা ও মার্জনার মাধ্যম এবং জান্নাতের সুউচ্চ পর্যায়ে পৌঁছার মাধ্যম হয় এবং কোরআনে পাকের মধ্যে এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে:

وَسَارِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِیْنَ ﴿۱۳۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও, স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা এবং এমন বেহেস্তের প্রতি, যার প্রশস্থতায় সমস্ত আসমান ও জমিনে এসে যায়। যা পরহেযগারদের জন্য তৈরী রাখা হয়েছে।

(পারা- ৪, সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ১৩৩)

www.dawateislami.net

সীরাতুল জিনান ২য় খন্ডের ৫৩ পৃষ্ঠায় এই আয়াতে করীমার তাফসীর লিখেন: গুনাহ থেকে তাওবা করে, **আল্লাহ্ তাআলার** ফরয আদায় করে, নেকীর উপর আমল করে এবং সমস্ত আমলের উপর ইখলাস সৃষ্টি করে আপন প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের প্রতি তাড়াতাড়ি করো।

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও নেক আমলের ফযীলত বর্ণনা করে এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। যেমননিভাবে- **রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

"اِحْرِصْ عَلٰى مَايَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَاتَعْجِزْ" অর্থাৎ এর প্রতি লোভ করো, যা তোমাকে উপকৃত করে এবং **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে সাহায্য চাও, নিরাশ হয়ো না।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল কদর, বাব ফিল আমর বিল কুয়্যাহ, শেষ....., ১৪৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৬৪)

আজকের লোকেরা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে মোবারকা এবং হাদীস শরীফ থেকে জানা গেলো যে, আমাদেরকে নিজের ক্ষমা ও মার্জনা করার জন্য এবং জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা পাওয়ার জন্য এমন কাজ করা উচিত, যাতে আমাদের আখিরাতের উপকার হয়। কিন্তু আফসোস! শত আফসোস! দুনিয়ার ভালবাসা এবং আখিরাতের চিন্তা থেকে অলসতার কারণে অধিকাংশ মুসলমান ইবাদতের আগ্রহ থেকে শত মাইল দূরে এবং গুনাহের প্রতি লোভী হতে চলেছে। আজেকের যুবকরা লাইনে দাঁড়িয়ে দামী টিকেট কিনে সারা রাত গুনাহে ভরা মিউজিক প্রোগ্রাম দেখার ও শুনার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে সামান্য মিনিটের জন্যও মসজিদে যেতে গড়িমসি করে। কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত রিমোট হাতে নিয়ে ক্যাবলে সিনেমা-নাটক দেখার সময় হয়ে যায়, কিন্তু ইলমে দ্বীন শিখার জন্য ১০০ ভাগ ইসলামী চ্যানেল "মাদানী চ্যানেল" দেখতে নফস শয়তানের প্রতিবন্ধকতা আসে। প্রতিদিন বিভিন্ন রকমের অসংখ্য পৃষ্ঠার খবর পড়ুয়াদের কয়েক মাসেও কোরআনুল করীমের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করার সুযোগ হয় না। খারাপ বন্ধুদের সংস্পর্শে বিরতীহীন ঘন্টার পর ঘন্টা নিজের সময় নষ্টকারীদের সাপ্তাহের মধ্যে একদিনও কিছু সময়ের জন্য এলাকায়ি দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতের মধ্যে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত নয়।

www.dawateislami.net

কম্পিউটার, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এবং নাইট প্যাকেজে **(Night Packages)** কয়েক ঘন্টা নষ্টকারীদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আসার দাওয়াত দিলে তখন ঘরের যে কোন জরুরী কাজের কথা স্মরণে এসে যায়। স্মরণ রাখবেন! অলসতা ও গুনাহের মধ্যে সম্পৃক্ত হওয়ার পরিনাম ধ্বংস এবং অপমান ছাড়া কিছুই নেই। এর আগে যদি আমাদের মৃত্যুর বার্তা এসে যায়, আর আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের কান্নায় রেখে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিই। আমাদের উচিত, বাকী জীবনকে গণিমত জেনে তাড়াতাড়ি সত্যিকার তাওবা করা এবং নেকীর লোভ (প্রবল আগ্রহ) সৃষ্টি করা।

ওয় হে আইশ ও ইশরত কা কোয়ি মহল ভি, জাহা তাক মে হার ঘড়ি হো আজল ভি।
বহু আব আপনে ইছ জাহল ছে তু নিকল ভি, ইয়ে জিনে কা আন্দাজ আপনা বদল ভি।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে, ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বুযুর্গানে দ্বীনদের আদর্শ বানিয়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা নেকীর প্রতি লোভের (প্রবল আগ্রহের) ব্যাপারে শুনেছি। নিঃসন্দেহে ভালো জিনিসের লোভ করা এবং সেটাকে আপন করার চেষ্টা করা, শরীয়াতের চাহিদা স্বরূপ। যেভাবে ধন সম্পদের লোভী লোক সম্পদশালীদের নিজের আদর্শ বানায়, সেভাবে নেকী করার উৎসাহ বাড়াতে এবং সেই রাস্তায় আসা কষ্ট সমূহ সহ্য করার উৎসাহ পেতে আমরা আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى নিজের আদর্শ বানিয়ে নিই। তখন ঐ সমস্ত পবিত্র বুযুর্গদের জীবন আমাদের জন্য জীবন চলার পাথেয় হয়ে যাবে, আর আমরাও নেকীর প্রতি লোভী (প্রবল আগ্রহী) হয়ে যাবো। যতটুকু চিন্তা একজন দুনিয়াদারের তার দুনিয়া তৈরীর জন্য হয়ে থাকে, তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি ঐ বুযুর্গগণ তাদের আখিরাত সংশোধনের ধ্যানে থাকেন। তাদের জীবনের অবস্থা থেকে খুব ভালভাবে বুঝা যায় যে, এসব হযরতগণ নেকীর প্রতি কি পরিমাণ (প্রবল আগ্রহী) ছিলেন। আসুন! ঐ নেক বুযুর্গদের ইবাদত ও রিয়াজতের অবস্থা শুনি:

www.dawateislami.net

সিদ্দিকে আকবরের ইবাদতের উৎসাহ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: "আজ তোমাদের মধ্যে কে রোযা রেখেছো?" তখন সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: আমি রেখেছি। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন: "আজ তোমাদের মধ্যে কে জানাযায় অংশগ্রহণ করেছো? তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: আমি করেছি। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: "আজ তোমাদের মধ্যে কে মিসকীনকে খাবার খাইয়েছো?" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: আমি খাইয়েছি। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন: "আজ তোমাদের মধ্যে কে কোন রোগীর সেবা করেছো? তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: আমি করেছি। তখন **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো একত্রিত হয়ে যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম, ৫১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০২৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এক দিনের মধ্যে রোযা রেখেছেন, জানাযায় অংশগ্রহণ করেছেন, মিসকীনকে খাবার খাইয়েছেন এবং রোগীর সেবা করেছেন। তখন **অদৃশ্যের সংবাদ দাতা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনান। سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! জানা গেলো, রোযা রাখা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো, রোগীর সেবা করা জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আহত অবস্থায়ও নামায আদায় করেছেন

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর উপর ফজরের নামাযের আগে ছুরি দিয়ে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে। কিন্তু তিনি মারাত্মক ভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নামাযের প্রতি গুরুত্ব দিতে থাকেন।

www.dawateislami.net

অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা মিসওয়ার বিন মাখরামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বর্শা দ্বারা আঘাত করা হলো তখন আমি ও ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর খিদমতে উপস্থিত হই, তাঁর উপর কাপড় রাখা ছিলো। আমরা বললাম: তিনি নামাযের (জন্য) যত তাড়াতাড়ি উঠবেন তা অন্য কোন জিনিসের জন্য উঠবেন না। অতঃপর আমরা আরয করলাম: হে আমীরুল মু'মিনীন! নামায। এটা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ উঠে গেলেন। আর বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা**র শপথ! যে নামায ত্যাগ করে, তার জন্য ইসলামে কোন অংশ (কল্যাণ) নেই। তারপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আহত অবস্থায়ও নামায আদায় করলেন।

(মুছান্নিফে ইবনে আমি শায়বা, ৮ম খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২)

নামাযের বরকত সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নামাযের প্রতি ভালবাসা এবং নেকীর প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখুন। মারাত্মক আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নামায আদায় করেছেন। আজ মুসলমানদের প্রায় অধিকাংশই দূর্ভাগ্যবশতঃ নামায সমূহ থেকে দূরে। যারা আদায় করে তাদের মধ্য থেকে একাংশ ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনা। ঘরে আদায় করলে ও সফরে ছেড়ে দেয়, দুঃখের সময় আদায় করলেও খুশির সময় অলস হয়ে যায়। ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মর্যাদার উপর উৎসর্গ হয়ে যান যে, মারাত্মক আহত হওয়া সত্ত্বেও নামায আদায় করেছেন। তাঁর সদকায় **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকেও পাক্কা নামাযী বানিয়ে দিক। আসুন! কিছু নামাযের বরকত পেশ করছি; নামায জান্নাতের নিয়ে যাওয়ার মতো আমল, নামায মু'মিনদের সর্বোত্তম আমল, নামায নূর, নামাযী মাধ্যম ছাড়াই **আল্লাহ্ তাআলা**র সাথে কথা বলে। বিনয়ী নম্রতার সাথে দুই রাকাত আদায়কারীর জন্য জান্নাত ওয়াজীব হয়ে যায়। দুই রাকাত নামায দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা রয়েছে, এর থেকে উত্তম। নামায **আল্লাহ্ তাআলা**র পছন্দনীয় আমল, নামাযে প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে একটি নেকী লিখা হয়, একটি গুনাহ মুছে ফেলা হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

www.dawateislami.net

নামাযীকে কিয়ামতের দিন খুব নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, নামাযের দ্বারা গুনাহ ঝরে, নামায গুনাহের ময়লা আবর্জনা ধূয়ে দেয়, এক নামাযে পিছনের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে সংগঠিত হওয়া গুনাহকে ধূয়ে দেয়। নামাযী কল্যাণের সাথে রাত অতিবাহিত করে। নামায অমঙ্গল দূর করে, নামাযী জান্নাতে প্রবেশ করবে, নামাযীর জন্য নিষ্পাপ ফেরেস্তারা **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে মাগফিরাতের সুপারিশ করে। নামাযী **আল্লাহ্ তাআলা**র হিফাযতে থাকে, নামায নামাযীর জন্য হিফাযতের দোয়া করে। নামাযী পরিপূর্ণ মু'মিন, নামাযীকে সম্পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে, নামায শয়তানকে অসন্তুষ্ট করে।

দীদারে হক দিখায়েগী এ্যয় ভাইয়ো নামায, জান্নাত তুমে দিলায়িগী এয়্য ভাইয়ো নামায।
দরবারে মুস্তফা মে তুম হে লে কে জায়েগী, খালিক ছে বখশোয়াগী এ্যয় ভাইয়ো নামায।
জান্নাত মে নরম নরম বিছোনা কি তখত পর, আরাম ছে ছুলায়েগী এয়্য ভাইয়ো নামায।
ফাকে ছে মুফলিছি ছে জাহান্নাম কি আ-গ ছে, ছব ছে তুমে বাঁচায়েগী এয়্য ভাইয়ো নামায।
বাত আযমী কি মানু না ছুড়ো কভি নামায, আল্লাহ্ ছে মিলায়েগী এ্যয় ভাইয়ো নামায।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কোরআন তিলাওয়াতের সময় ওসমানের শাহাদাত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনাবীন, রহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে ওসমান! তুমি সূরা বাকারা পড়ার সময় শহীদ হবে এবং তোমার রক্ত এই আয়াতের উপর পড়বে; فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ।" (মুসতাদরাক, ৪র্থ খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৬১১) তাঁর খিলাফতের শেষ সময়ে যখন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ পরীক্ষায় পড়লেন। তখনো নফল রোযা রাখতেন এবং কোরআন তিলাওয়াত করতেন। এমনকি যখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর শাহাদাত হয়ে গেলো। তখনো কোরআন তিলাওয়াত করা অবস্থায় ছিলো।

www.dawateislami.net

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর শরীর মোবারক থেকে বের হওয়া শাহাদাতের রক্তের ফোটা খোলা কোরআনের এই আয়াতের উপর পড়েছিলো, যেটার ব্যাপারে **অদৃশ্যের সংবাদ দাতা, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছিলেন। অতঃপর মুহাদ্দীসগণ ও ঐতিহাসিকগণ বলেন: যখন মিশরের লোক হত্যার পরিকল্পনায় হযরত সায়্যিদুনা ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ঘরে ডুকলো, তখন তিনি এই ভয়ানক অবস্থায়ও কোরআন শরীফ খুলে এই রুকু পড়ছেন। এক দূর্ভাগা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর হাতে তরবারি মারলো, যেখান থেকে রক্ত বের হয়ে ঐ শব্দের মধ্যে পড়লো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কোরআন পরিস্কার করছেন আর বলছেন: **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! সর্বপ্রথম এই হাতে কোরআন লিখেছি। ঐ মিশরীয়রা সবাই খুবই মন্দ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। কিছুদিন পরই লোকেরা ঐ কোরআনে পাকের যিয়ারত করলো এবং সেখানে রক্তের চিহ্ন দেখলো। (দুররে মনসুর, ১/৩৪০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নেকীর প্রতি প্রবল আগ্রহ আপনারা দেখলেন। শাহাদাতের সময়ও তিনি কোরআন তিলাওয়াত করছিলেন।

কোরআনুল করীমের তিলাওয়াত মুসলমানদের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্য। কোরআনে করীমের এমন অনেক সূরা রয়েছে যেগুলো তিলাওয়াতের বরকতে সংক্ষিপ্ত সময়ে সাওয়াবের মহান ধনভান্ডার অর্জিত হয়। যেমনিভাবে সূরা ইয়াসিন শরীফ, যেটা তিলাওয়াত করতে ৮-১০ মিনিট সময় লাগে কিন্তু সাওয়াব কেমন শুনুন। সূরা ইয়াসিন একবার পড়ার দ্বারা ১০বার কোরআন পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়। সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াতের দ্বারা ২০টি হজ্বের সাওয়াব পাওয়া যায়। আর যে সৌভাগ্যবান! সেটা **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি ও পরকালিন মঙ্গলের জন্য পড়ে তার জন্য মাগফিরাতের সুসংবাদ রয়েছে।

সূরা মূলক শুধুমাত্র ৩০ আয়াত সম্বলিত সূরা এটা পড়তে ৪-৫ মিনিট সময় লাগে। কিন্তু সাওয়াব কেমন, سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! সূরা মূলক কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে, সূরা মূলক তিলাওয়াতকারীর জন্য শাফায়াত করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার মাগফিরাত না হয়। আরো শুনুন এবং তিলাওয়াতের উৎসাহ জাগ্রত করুন। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা মাকল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সকালে তিনবার اَعُوْذُبِاللّٰہِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْم বলবে এবং সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়বে, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেস্তা নিয়োগ করে দেন। যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে এবং যদি ঐ দিন মারা যায় তবে শহীদ হবে। আর যদি সন্ধ্যায় পড়ে তবে সকাল পর্যন্ত এই ফযীলত।"

(সুনানুত তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৯৩১)

এক বর্ণনায় রয়েছে; সূরা বাকারার মধ্যে এক আয়াত রয়েছে, যেটা কোরআনে পাকের সমস্ত আয়াতের সর্দার। ঐ আয়াত যে ঘরে পড়া হবে ঐ ঘর থেকে শয়তান বের হয়ে যাবে এবং সেটা হলো আয়াতুল কুরসী। সূরা নসর কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। সূরা কাফিরুনও এক চতুর্থাংশের সমান। সূরা ইখলাস কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। সূরা যিলযাল কোরআনের অর্ধেকের সমান। **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সদকায় আমাদেরকে নেকীর প্রতি প্রবল আগ্রহী করুক এবং অধিক কোরআন তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য দান করুক।

আতা হো শওকে মাওলা মাদ্‌রেসে মে আনে জানে কা,
খোদায়া যওক দে কোরআন পড়নে কা পড়ানে কা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আফসোস! আমি অর্ধেক ইবাদত কম করে দিয়েছি:

হযরত সায়্যিদুনা কাহমস বিন হাসান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ প্রতিদিন এক হাজার (১০০০) রাকত নফল (নামায) আদায় করতেন। যখন অবসর হতেন, তখন চলার শক্তি থাকতো না, এর পরও সামান্য পরিমাণ বিশ্রাম নিতেন না। বরং বিনয় প্রকাশ করে নিজের নফসকে বলতেন: হে প্রত্যেক মন্দের কেন্দ্রবিন্দু! এখন দ্বিতীয় ইবাদতের জন্য উঠো। যখন তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ শেষ বয়সে দূর্বল হয়ে গেলেন, তখন প্রতিদিন পাঁচশত (৫০০) রাকাত নামায আদায় করতেন। এর পরও এটা বলতেন: আফসোস! আমি অর্ধেক ইবাদত কম করে দিয়েছি। **(তাম্বীহুল মুগতাররীন, ২য় অধ্যায়, ১৩৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা কাহমস বিন হাসান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইবাদতের উৎসাহ এবং নেকীর প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখুন। শারীরিক দূর্বলতা সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন এক হাজার (১০০০) রাকাত নফল নামায এবং শেষ বয়সে পাঁচশত (৫০০) রাকাত নফল (নামায) আদায় করতেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী ইনআমাতের আমলকারীরা সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূল প্রতিদিন তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশ্‌ত, তাহিয়্যাতুল অযু, তাহিয়্যাতুল মসজিদ, আওয়াবিন, সালাতুত তাওবা ইত্যাদি নফল আদায় করার মহান সৌভাগ্য অর্জন করে। আসুন! উৎসাহের জন্য তার মধ্য থেকে কিছু নফলের ফযীলত ও বরকত আমরাও শুনি:

- তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের জান্নাতে সুউচ্চ মহল প্রদান করা হবে। যেটা ভিতর থেকে বাইরে এবং বাহির থেকে ভিতর দেখা যাবে।
- তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারীকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করা হবে।
- "যে ফজরের নামায জামায়াত সহকারে আদায় করে **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির করে। এমনকি সূর্য উঠে গেলো, তারপর দুই রাকাত ইশরাকের নামায আদায় করলো, তবে তাকে সম্পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সাওয়াব দেওয়া হবে।"

(সুনানুত তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৮৬)

- চাশ্‌তের ধারাবাহিক আদায়কারীর গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যদিও তা সমূদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "যে মাগরীবের পর ছয় রাকাত এভাবে আদায় করবে এবং মধ্যখানে কোন মন্দ কথা না বলে, তবে এই ছয় রাকাত ১২ বছর ইবাদতের সমান হবে।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১৬৭)

মে পড়তা রহো সুন্নাতে ওয়াক্ত হি পর, হো ছারে নাওয়াফিল আদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ তায়ালার** ঐ সব নেক বান্দাদের মধ্যে নেকীর আগ্রহ কি পরিমাণ ভরপুর ছিলো। নিঃসন্দেহে লোভ এমন একটি উৎসাহ যখন এটা সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন মানুষকে অন্যান্য জিনিসের প্রতি বেপরওয়া করে দেয়।

www.dawateislami.net

যদি কারো মধ্যে নেকী অর্জনের এবং আখিরাত তৈরীর লোভ (প্রবল আগ্রহ) হয়। তখন সে তার বিশ্রাম ও প্রশান্তির প্রতি কি ধ্যান না দিয়ে সব সময় নেকী অর্জনের চিন্তায় থাকে। যেমনি ভাবে এখন আমরা শুনলাম। অথচ যদি কারো মধ্যে ধন সম্পদ অর্জনের ও পদ মর্যাদা পাওয়ার লোভ সৃষ্টি হয়। তবে সে সেটার জন্য চেষ্টায় থাকে।

১২ মাদানী কাজের মধ্যে এক মাদানী কাজ মাদানী ইনআমাতঃ

ধন সম্পদ অর্জনের লোভ থেকে পরিত্রান পেতে এবং নেকী সমূহের উৎসাহ পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। এবং মাদানী ইনআমাতের উপর আমল শুরু করে দিন। প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রতি মাসের এক তারিখ জমা করানো জেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে এক মাদানী কাজ। তাছাড়া মাদানী ইনআমাত গুণাহ থেকে বাঁচার অনেক বড় একটা মাধ্যম । নেকী সমূহের আগ্রহ জাগ্রত করতে অনেক বড় সহায়ক, এর বরকতে না শুধু ফরজ সমূহের আদায়ের সৌভাগ্য হয়। বরং নফলের সৌভাগ্য ও হয়। অনেক মাদানী ইনআমাত নফল ইবাদত সম্পর্কে। যেমনিভাবে মাদানী ইনআমাত নম্বর তিন। আয়াতুল কুরছি, সূরা, ইখলাস, তাসবীহে ফাতিমা, এবং সূরা মূলক সম্পর্কে। এবং মাদানী ইনআম নম্বর ছয় রাস্তায় আসা যাওয়ার সময় মুসলমানদের সালাম করে অসংখ্য নেকী অর্জনের, এবং মাদানী ইনআম নম্বর ১৯ তাহাজ্জুদ নামায, ইশরাক ও চাশত, এবং আওয়াবীন আদায় প্রসঙ্গে। এছাড়া অনেক মাদানী ইনআমাত এমন যা আমাদের নফল ইবাদতের প্রতি ধাবিত কারী। এই জন্য প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের এক তারিখ নিজ এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানো আমল বানিয়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সুন্নাতের অনুসারী হবে। গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাজতের মন মানষিকতা তৈরী হবে।

গুণাহো নে কহি কা ভি না ছোড়া, করম মুঝ পর হাবীবে কিবরিয়া হো।
গুণাহো কি ছুঠি হার এক আদত, ছুধর জাও করম ইয়া মুস্তফা হো।
করো বে লউস খেদমতে সুন্নাতো কি, শাহা গর লুতফ মুঝ পর আপকা হো।
দে জযবা মাদানী ইনআমাত কা তু, করম ইয়া সায়্যদি হার দু ছরা হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৬ পৃষ্ঠা।)

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সিনেমার পাগলঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশ নেকী অর্জনের ও গুণাহ থেকে বাঁচার অনেক বড় মাধ্যম। অনেক লোক যারা প্রথমে গুণাহের জ্বলাভূমিতে নিমজ্জিত ছিলো। এই মাদানী পরিবেশের বরকতে না শুধু নিজে নেকী করতে লাগলো। বরং অন্যকে ও নেককার তৈরীকারী হয়ে গেল। আসুন! উৎসাহের জন্য মাদানী বাহার শুনি। যেমনিভাবে বাবুল মদীনা কারাচী এলাকার (বড়া বোর্ড) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ। প্রথম প্রথম আমি সমাজের অধঃপতিত যুবক ছিলাম। খুব বেশী ফিল্ম ড্রামা দেখার কারণে মহল্লায় **"ফিল্ম খোর"** নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ঐ সময় এক ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে "খাজ্জি গারাউন্ড" নামে বাহারের মধ্যে তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** পক্ষ থেকে হওয়া শবে বরাতের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা পাকে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন হয়ে গেল। সেখানে আমি "কবর কি পহেলী রাত" এর বিষয়ের উপর শায়খে তরীকত আমীর আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কান্না আসার মত বয়ান শুনলাম। আমি অতীতের গুণাহ থেকে তাওবা করলাম এবং **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। আমার পুরো পরিবার মর্ডাণ ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে আমার পাচঁ ভাই ও **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা হয়ে গেছে। এবং সবাই মাথার উপর সবুজ পাগড়ী শরীফের তাজ সাজিয়ে নিল। এবং ঘরের ভিতর পরিপূর্ণ মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত হালকা মুশাওয়ারাতে সেবক হয়ে সুন্নাতের খেদমত করে যাচ্ছি। এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করি। **(প্রিয় নবীর মাস, ২৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

ইয়াহা সুন্নাতো শিখনে কো মিলেগী, দিলায়েগা খওফে খোদা মাদানী মাহল।
আয় ভিমারে ইছইয়া তু আ-জা ইয়াহা পড়, গুণাহো কি দে গা দাওয়া মাদানী মাহল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল মুসলমানদের মধ্যে সবদিকে দুনিয়াবী লোভ মহামারি রুপে ব্যাপক আকার ধারণ করছে। প্রত্যেকেই দুনিয়াবী ভাবে একে অপরের আগে যাওয়ার প্রচেষ্টায় রয়েছে। কারো সুউচ্চ ঘর দেখলে তখন তার মত ঘর বানানোর বাসনা। কারো দামী সুন্দর পোষাক দেখলে তখন সেটার মত পরিধান করার বাসনা। কারো ঝকমকে কার (গাড়ী) দেখে অন্তর ধাবিত করা। কারো সফল ব্যবসা দেখে মুখ সমুজ্জল করা। মোট কথা আমরা দুনিয়াবী ধন সম্পদের ভালবাসায় এতটাই লোভী হয়ে গেছি যে, দিন রাত উপার্জন করি। এবং তা অর্জনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ ক্ষান্ত হই না। হায়! কাউকে নেকী করতে দেখে যদি আমরা ও নেক আমল করার প্রতি আগ্রহী হয়ে যেতাম। হায়! অন্যকে মসজীদে যেতে দেখে আমাদের ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার ইচ্ছা হয়ে যেতো। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন গণ নেকীর প্রতি এটতাই আগ্রহী ছিলেন যে, নেকী করার কোন সুযোগই হাত ছাড়া হতে দিতেন না। আসুন! এই প্রসঙ্গে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর এক ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনি।

হঠাৎ আযানের আওয়াজ শুনা গেলোঃ

একবার আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه জবলপুর গেলেন, তখন সেখানে সফরের জন্য এক জায়গায় অবস্থান নিলেন। এমনি সময় যখন মাগরীবের নামাযের সময় হলো, তখন সেখানেই বালির উপর জায়নামায এবং রুমাল ইত্যাদি বিছিয়ে দেয়া হলো। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দাওয়াত কারী ও খলিফা হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল বাকী বোরহানুল হক জবলপুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন। আমি সবমাত্র আযান দেওয়ার ইচ্ছায় কানের মধ্যে আঙ্গুলী প্রবেশ করিয়েছি। হঠাৎ আমি আযানের আওয়াজ শুনতে লাগলাম। দেখলাম যে, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আযান দিচ্ছেন।

www.dawateislami.net

আযানের পর নিজেই ইকামত দিয়ে মাগরীবের নামায পড়ালেন। নামায থেকে অবসর হওয়ার পর আমরা তাঁর পায়ে চুমু খেলাম। তখন তিনি তার হাত মোবারক দ্বারা আমার (অর্থাৎ মাওলানা বোরহানুল হক জবলপুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাত ধরে বললেন: হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে; আযানের আওয়াজ যতটুকু পর্যন্ত পৌঁছে। সেখানকার প্রতিটি অনুকনা পর্যন্ত স্বাক্ষী হয়ে যায়। এইজন্য আমি আযান দিয়েছি যাতে এখানকার প্রবাহমান নদী, পাহাড়ী গাছ, সবুজ গাছ, এবং মরুময় সকল কিছু আমার জন্য স্বাক্ষী হয়ে যায়। (ইকরামে ইমাম আহমদ রযা, ৯৫ পৃষ্ঠা)

ইছ কি হাছতি মে থা আমল জু হার, সুন্নাতে মুস্তফা কা ওয়ো পায়কর।
আলীমে দ্বীন, সাহিবে তাকওয়া, ওয়াহ কিয়া বাত আলা হযরত কি।
জিছনে দেখা উনে আক্বীদত ছে, কলব কি আখঁ ছে মুহাব্বত ছে।
মারহাবা মারহাবা, পুকার উঠা, ওয়াহ কিয়া বাত আলা হযরত কি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আযানের উত্তর প্রদানের ফযীলত:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘঠনা থেকে যেমনি ভাবে এটা জানা গেলো, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুব বেশী নেকী অর্জনের প্রতি প্রবল আগ্রহী ছিলেন। তেমনি ভাবে আমরা ও এই শিক্ষা পেলাম যে, যখন যখন সুযোগ হয় লজ্জা না করে আযান দিয়ে আশে পাশের জিনিস গুলোকে ঈমানের স্বাক্ষী বানিয়ে নেওয়া উচিত এবং এর মাধ্যমে পাওয়া অসংখ্য নেকী সমূহ হাত ছাড়া না করা উচিত। অবশ্য যদি আযান ও ইকামত দেওয়ার সুযোগ না হয় তবে আযান ও ইকামতের উত্তর প্রদানের নিজের আমল বানিয়ে নিন। আযান ও ইকামতের উত্তর দানকারী পুরুষের জন্য প্রতিটি কলেমায় দুই লাখ। অথচ মহিলাদের জন্য প্রতিটি কলেমার জন্য এক লাখ সাওয়াব রয়েছে। যেমনিভাবে **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলো: "হে মহিলারা। যখন তোমরা বিলালকে আযান ও ইকামত দিতে শুনবে, তখন সে যেভাবে বলতে শুনো সেভাবে তোমরা ও বলো।

www.dawateislami.net

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য প্রতিটি কলেমার পরিবর্তে এক লাখ নেকী লিখবেন, এবং এক হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। এবং এক হাজার গুণাহ ক্ষমা করবেন। মহিলার এটা শুনে আরয করলো: এটাতো মহিলাদের জন্য পুরুষদের জন্য কি? বললেন, পুরুষদের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার রহমতের উপর উৎসর্গ হয়ে যান। তিনি আমাদের জন্য নেকী অর্জন, নিজের মর্যাদা কে বাড়ানো, এবং গুণাহ ক্ষমা করাটা কি পরিমাণ সহজ করে দিয়েছেন। কিন্তু আফসোস! এত সহজ হওয়া সত্ত্বেও আমরা অলসতার মধ্যে পড়ে রয়েছি। এইজন্য নেকী সমূহের প্রতি প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করুন। এবং আযান ও ইকামতের, উত্তর দিন এবং লাখো নেকী এবং সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করুন। আযান ও ইকামতের জাওয়াব দেওয়া মাদানী ইনআম। অতঃপর মাদানী ইনআম নাম্বার ৪ এ রয়েছে আজকে আপনি কথাবার্তা, চলাফেরা, উঠানো, রাখা, ফোনে কথাবার্তা, মোটর সাইকেল, কার (গাড়ি) চালানো ইত্যাদি সকল কাজ কর্ম স্থগিত রেখে আযান ও ইকামতের জবাব দিয়েছেন কি? **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের কে আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়ে অসংখ্য নেকী অর্জনের সৌভাগ্য দান করুক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গো ইয়া বান্দাহ নিকাম্মা হে বেকার, ইছ ছে লে ফদল ছে রব্বে গফ্ফার।
কাম ওহ জিছমে তেরী বেযা হে, ইয়া খোদা তুঝ ছে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৮ পৃষ্ঠা।)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে গুণাহ করাটা খুব সহজ। জায়গায় জায়গায় গুনাহের সরঞ্জাম স্থাপিত রযেছে। এবং আল্লাহর পানাহ নেকী করাটা খুবই কঠিন। সম্ভবত এই কারনেই মুসলমান গুনাহের রোগী হয়ে নেকীর লোভী (আগ্রহী) হচ্ছে না। আফসোস! শত কোটি আফসোস! আমরা গুণাহ করার জন্য তো বড় থেকে বড় কষ্ট পর্যন্ত করে থাকি। কিন্তু যেইমাত্র নেকী করার সুযোগ হয় তখন নফস শয়তান তার জ্বালের মধ্যে ফাসিয়ে নেয়। এবং সামান্য পরিমান নেকী ও পাহাড় ও পাহাড় সমতুল্য মনে হয়।

www.dawateislami.net

স্মরণ রাখবেন! নেকী করতে কষ্ট যত বেশী হবে, আল্লাহ তায়ালা তার দয়ায় সাওয়াব ও ততটাই বৃদ্ধি করে দিবেন। যেমনি ভাবে বর্ণিত রয়েছে: اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ اَحْمَزُهَا অর্থাৎ উত্তম ইবাদত হলো সেটাই, যেটাতে কষ্ট বেশী হয়। (কাশফুল খিফা ১/১৪১, হাদীস ৪৫৯) আমাদের বুযুর্গরা নেকী করার সময় যতটাই কষ্টের সম্মুখীন হতেন না কেন, কখনো পিছ পা হতেন না।

বৃষ্টির মধ্যে তাওয়ায়ফ করার ইচ্ছা:

ছরকারে আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন দ্বিতীয় বার হজ্জের জন্য গেলেন, তখন মক্কা শরীফ পৌঁছা মাত্রই অসুস্থ হয়ে যান। অধিকাংশ সময় জ্বরের তীব্রতা এত বেশী হয়ে যেত যে, ঠিক ভাবে দাড়াতে ও পারতেন না। জিল হজের ১৩ তারিখ জ্বর শুরু হয়েছিল। কখনো বাড়তো আবার কখনো কমে যেত। এভাবে মুহার্‌রম মাস সম্পূর্ণটা জ্বরের মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে ছিলো। (মালফুজাত ২০০০,১৮৮,২০১) এমন পরিস্থিতিতে কঠোর ভাবে এই বিষয়ের অপেক্ষমান ছিলেন যে, সুস্থতা যদি কিছুটা ভাল হয়ে যায়। **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার রওয়ানা হয়ে যাব। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যখন মুহার্‌রমের শেষ দিনগুলোতে **আল্লাহ তায়ালা** দয়ায় সুস্থ হলেন, তখন সেখানে এক সুলতানী গোসল খানা ছিলো। সেখানে গোসল করে বের হতেই আকাশে মেঘ দেখলেন।

হেরম শরীফ পৌছতে পৌঁছতেই বৃষ্টি বর্ষন শুরু হয়ে গেল। আমার হাদীস স্মরণে এসে গেলো, যে বৃষ্টির সময় তাওয়াফ করে সে **আল্লাহ তায়ালার** রহমতের মধ্যে সাতার কাটে। তাড়াতাড়ি হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই সাত চক্কর তাওয়াফ করলেন। তারপর পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হয়ে গেলেন। মক্কা শরীফের এক দক্ষ আলীম মাওলানা সায়্যিদ ইছমাঈল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এক দ্বয়িফ, হাদীসের জন্য আপনি আপনার এই শরীরের প্রতি অসতর্কতা করলেন। আমি বললাম: হাদীস দ্বয়িফ। কিন্তু তাওয়াফ **আল্লাহ্‌**র রহমতে খুব মজার ছিলো, বৃষ্টির কারণে তাওয়াফ কারীদের ঐ ভিড় ছিলো না। যা অন্যান্য দিনে হয়ে থাকে। (মালফুজাত ২০৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

শরাবে মুহাব্বত কুছ এইছি পিলাদে,
কভি ভি নশা হো না কম ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীর মনযোগ দিন! একদিকে আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের এই অবস্থা ছিলো যে, সারা মাস জ্বরে থাকা সত্ত্বের বৃষ্টির মধ্যে তাওয়াফ করার ফযীলত পাওয়ার জন্য প্রবল আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই পরিমান অধঃপতন যে হালকা পাতলা মাথা ব্যথা যদি কাশি এবং সামান্য রোগের কারণে নফলের সৌভাগ্য পাওয়া তো দূরের কথা আমরা তো **আল্লাহর** পানাহ ফরজ পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। যদি আমরা প্রতিদিন ফরজের পাশাপাশি কিছু না কিছু নফল ইবাদতের অভ্যাস করি তাহলে ইবাদতের আকাংখা আরো বাড়বে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণের ব্যাপারে এটাও বর্ণিত রয়েছে যে, তারা প্রতিদিন নেক আমল করার এবং লক্ষ্যস্থীর করে নিতেন। এবং এরপর আমল করার ভরপুর চেষ্টা করতেন। এবং লক্ষ পূর্ণ করার পর নিজেকে ইবাদত ও রিয়াজরের মধ্যে ব্যস্ত রাখতেন। অতঃপর হযরত আমরি বিন আবদে কাইছ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার সমসাময়িক যুগে আবিদদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ছিলেন। তিনি তার উপর এই কথাটি আবশ্যক করে নিতেন যে, আমি প্রতিদিন এক হাজার নফল নামায আদায় করবো। অতঃপর তিনি ইশরাক থেকে শুরু করে আসর পর্যন্ত (দিনের অধিকাংশ সময়) নফলের মধ্যে ব্যস্ত থাকতেন। তারপর যখন ঘরে আসতেন তখন তার পায়ের গোছা ও পা ফুলা অবস্থায় থাকতো। এমনি মনে হত যেন এখনি ফেঠে যাবে। এত ইবাদত করা সত্ত্বেও তাদের বিনয়ী নম্রতার এরূপ অবস্থা ছিলো যে, নিজের নফস কে উদ্দেশ্য করে বলতেন। হে মন্দের উপর আরোহন কারী নফস। তোমাকে ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। **আল্লাহ তায়ালার** শপথ! আমি এত নেক আমল করব যে যাতে তুমি এক মূহুর্ত ও শান্তি না পাও। এবং তুমি বিছানা থেকে একেবারে দূরে থাক। আমি তোমাকে সব সময় আমলের মধ্যে ব্যস্ত রাখব। (উয়ুনুল হিকায়াত ১/৯৭)

মেরে যিন্দেগী বস তেরী বন্দেগী মে।
হি আয় কাশ গুজার ছদা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হয়ত আমি মারা যাবঃ

কিছু বুযুর্গানে দ্বীন প্রতি দিন ও রাতকে নিজের শেষ জীবনের শেষ দিন ও রাত মনে করে এতে খুব বেশী ইবাদত করতেন। অতঃপর হযরত সায়্যিদাতুনা মুআজা আদা বিয়্যাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا প্রতিদিন সকালে বলতেন, (হয়ত) এটা ঐ দিন যেই দিন আমি মারা যাবো। তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু খেতেন না। তারপর যখন রাত হতো, তখন বলতেন: এটা ঐ রাত যেটাতে আমি মারা যাব। তারপর সকাল পর্যন্ত নামায আদায় করতে থাকতেন। (জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১৫০ পৃষ্ঠা)

জীবনের কি ভরসা!

বর্তমানে যুগে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ ও পূর্ববতী বুযুর্গদের অনুসরণ কারী মহান ব্যক্তিত্ব্য। একবার তিনি دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ সারা রাত মাদানী মাশওয়ারা কারণে শুতে পারেননি। ফজরের পর এক ইসলামী ভাই আরয করলেন: এখন একটু আপনি বিশ্রাম নিন। ১০ টায় পুনরায় উঠতে হবে। এইজন্য উঠে ইশরাক ও চাশত আদায় করে নিন। তখন তিনি دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ জবাব দিলেন: জীবনের কি ভরসা? শুয়া থেকে উঠার সৌভাগ্য হবে কিনা, কে জানে আজ জীবনের শেষ নফল আদায় করছি? এটা বলার পর ইশরাক ও চাশতের নফল আদায় করলেন। তারপর বিশ্রাম নিলেন।

(তায়ারুফে আমীর আহলে সুন্নাত, ৬৫)

লাযেমী হে হার ছুরত ছোড়না গুণাহো কা।
ভাই মউত ছে পেহলে কাশ! তু ছুধর জাতা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ! ১৫৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরীকত আমীর আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এবং **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী মাহল আমাদের কে এই মাদানী মন মানসিকতা দিচ্ছে যে, জীবনের কোন ভরসা নেই। এই শ্বাস সমূহ কে গনিমত মনে করে নেকীর মাধ্যমে নিজের আখিরাত উত্তম বানিয়ে নিন। নিঃশ্বাষের এই মালা জানি না কখন হঠাৎ ছিড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

আর **আল্লাহ** না করুক আমাদের গুণাহ থেকে তাওবা করার সময় ও পাওয়া না যায়। এবং আমাদের আখিরাত ধ্বংস হয়ে যায়। এই জন্য আমাদের ও নিজের আখিরাত উত্তম করার জন্য আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন গণের পথ অনুসরন করে প্রতিদিন কিছু না কিছু নেক আমল করার লক্ষ্য স্থীর করে নেওয়া উচিত। যাতে নেক আমলের অভ্যাস হয়। এর সহজ এক পদ্ধতি হলো ভাল ভাল নিয়্যতের সাথে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাত রিসালা পূরণ করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী ইনআমাত প্রতিদিন নেকী অর্জনের ঐ মহান ব্যবস্থাপত্র যার মাধ্যমে সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে রাতে শোয়া পর্যন্ত নেকী করার অনেক বড় সুযোগ হয়। উদাহরণ স্বরূপ সকালে ফজরের নামাযের জন্য মুসলমানদের কে জাগ্রত করা। অর্থাৎ সদায়ে মদীনা লাগালো, ফজরের পর মাদানী হালকার মধ্যে তিন আয়াত তরজুমা ও তাফসীর তিলাওয়াত করা ও শুনা। ইশরাক চাশতের নফল পড়া পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াত সহকারে প্রথম কাতারে আদায় করা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর শোয়ার সময় কমপক্ষে একবার আয়তুল কুরসী। সূরা ইখলাস এবং তাসবীহ ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا পড়া, এমন কি রাতে সূরা মূলক পড়া বা শোনা মাদানী দরস। (ফয়যানে সুন্নাতের দরস ইত্যাদি) দেওয়া বা শোনার সৌভাগ্য পাওয়া ইশার নামাযের পর মাদ্রাসাতুল মদীনা (বালেগান) পড়া বা পড়ানো। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারার মধ্যে অংশ গ্রহণ। এলাকায়ে দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াত এছাড়া ও অন্যান্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার মাধ্যমে অসংখ্য সাওয়াবের ধনভান্ডার অর্জন করে থাকে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তান কখনোই এটা চাইবে না যে, আমরা মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে পুরো দিন এত সব নেকী করার মধ্যে সফল হয়ে যায়। সে এই নেক কাজে বাধাঁ দেওয়ার জন্য লাখো চেষ্টা করবে। বিভিন্ন ধরণের কুমন্ত্রনা দিয়ে চেষ্টা করবে যে, আমি তো অনেক ব্যস্ত এত সময় কোথায় যে, আমি এই ৭২ মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করব। যদি আপনি এই কুমন্ত্রনা সমূহের উপর ধ্যান না দিয়ে মাদানী ইনআমাতের উপর মনযোগ দেন তখন হয়ত অবাক হয়ে যাবে। সে সব মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করাটা কঠিন মনে হচ্ছে সেগুলোর উপর আমল করাতো অনেক সহজ।

www.dawateislami.net

কেননা, আমাদের কে প্রতিদিন ৭২ মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করতে হয়না। বরং প্রতিদিন যে সব মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করতে হয়, সেটার তিনটি পর্যায় রয়েছে, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় ১৭, ১৭ এবং তৃতীয় পর্যায় শুধুমাত্র ১৬ মাদানী ইনআমাতের উপর সম্পৃক্ত। এছাড়া ও ৮ মাদানী ইনআমাত যেগুলোর উপর সপ্তাহের মধ্যে একবার আমল করতে হয়। ৬ মাদানী ইনআমাত এমনি যেটার উপর মাসে একবার আমল করতে হয় এবং ৮ মাদানী ইনআমাত এমনি যার উপর ১২ মাসে শুধুমাত্র একবারই আমল করতে হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের এখন খুব ভালভাবে ধারণা হয়ে গেছে যে, শয়তান আমাদের কে সে সব মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করাটা কঠিন মনে করাই, সে গুলোর উপর আমল করাটা খুবই সহজ। বর্তমানে যুগে একজন মুসলমানের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করাটা কি পরিমাণ জরুরী এর ধারনাটা আপনাদের ঐ সময়ই হবে। যখন আপনারা মাদানী ইনআমাতের রিসালা ভালভাবে পড়বেন। এই মাদানী ইনআমাতের মধ্যে ফজর, ওয়াজীব, সুন্নাত, ও মুস্তাহাবের উপর আমল করার উৎসাহের পাশাপাশি অনেক চারিত্রিক মাদানী ফুল অর্জনের সুবাশ ছড়াচ্ছে। কখনো গুণাহ থেকে বাঁচতে এবং নেকী করার পদ্ধতি তার বরকত ছাড়াচ্ছে। এই জন্য আমরা ও যদি গুণাহ রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে নেকীর প্রতি প্রবল আগ্রহী হতে চায় তবে আজ থেকেই মাদানী ইনআমাতের উপর আমল শুরু করে দিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর অসংখ্য বরকত নিজের চোখে দেখবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারাংশঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ান আমরা লোভের পরিচিতি তার প্রকার, নেকীর প্রতি আগ্রহী বুযুর্গদের ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনলাম।

❋ কোন জিনিসে মন না ভরা, এবং সব সময় অধিক লাভের ইচ্ছা পোষণ করাকে লোভ বলা হয়।

www.dawateislami.net

- আমাদের বুযুর্গরা সব সময় নেকীর প্রতি প্রবল আগ্রহ রাখতেন। এমনকি মৃত্যুের নিকট বর্তী সময়ে ও তাদের নেকী অর্জনের প্রতি খেয়াল ছিলো।
- আমাদের এমন আগ্রহ থাকা উচিত যেটা আমাদের আখিরাতে জন্য উপকারী হবে।
- আমাদের বুযুর্গদের নেকী অর্জনের পথে যত ধরণের বিপদের সম্মখীন হলে ও তারা নেকী করার সুযোগ হাত ছাড়া করতেন না।
- **আল্লাহ তায়ালা** তার নেককার বান্দাদের সদকায় আমাদেরকে ও নেকীর লোভ দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

ঘরে আসা যাওয়ার কিছু মাদানী ফুল:

আসুন! সুন্নাতের উপর আমলের নিয়্যতে চলা-ফেরার কিছু সুন্নাত ও আদব শুনি: (১) যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পড়ুন:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ **অনুবাদ:** **আল্লাহ্**র নামে আরম্ভ, আমি **আল্লাহ্**র উপর ভরসা করছি। **আল্লাহ্** প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৯৫) اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এ দোয়া পাঠ করার বরকতে সঠিক পথে থাকবে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে। **আল্লাহ্**র সাহায্যের আওতায় থাকবে।

www.dawateislami.net

(২) নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম মুহরিমাদেরকে, (যেমন- মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) সালাম করুন। (৩) **আল্লাহ্**র নাম নেওয়া (যেমন بِسْمِ اللّٰه) বলা ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে, (৪) যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘরে হোক) যাওয়া হয় যাতে কেউ নেই তবে এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْن (অর্থাৎ- আমাদের ও **আল্লাহ্**র নেক বান্দাদের উপর সালাম) ফিরিশতা এ সালামের উত্তর প্রদান করে। (দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮২ পৃষ্ঠা) অথবা এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (অর্থাৎ হে নবী আপনার উপর সালাম) কেননা, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূহ মুবারক প্রতিটি মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা। শরহুস শিফা লিল কারী, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা) (৫) যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করতে চান, তখন এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আমি কি ভিতরে আসতে পারি ? (৬) যদি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায়, সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান হতে পারে কোন অপরাগতার কারণে ভিতরে আসার অনুমতি দেয়নি। (৭) উত্তরে নাম বলার পর দরজা থেকে সরে দাঁড়ান যাতে দরজা খুলতেই ঘরের ভিতরে দৃষ্টি না পড়ে, (৮) কারো ঘরে উঁকি মারা নিষেধ। অনেকের ঘরের সামনে নিচে অন্যান্য ঘর থাকে সুতরাং ব্যালকনি ইত্যাদি থেকে দেখার সময় এদিকে খেয়াল করা উচিত যেন তাদের ঘরে দৃষ্টি না পড়ে। (৯) বিদায়ের সময় মালিকের জন্য দোয়া ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন এবং সালাম করে সম্ভব হলে কোন সুন্নাতে ভরা রিসালা ইত্যাদি উপহার দিন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

www.dawateislami.net

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمআপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُথেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে!

যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net